প্রসঙ্গঃ মুক্ত চিন্তা, মুক্তমনা এবং প্রগতিশীলতা

(জনাব মুশফিক প্রধানকে)

সাঈদ কামরান মির্জা
আগষ্ট ২২, ২০০৪

সম্প্রতি ভিন্নমতে জনাব মুশফিক প্রধানের ''মুক্তচিন্তা,মুক্তমনা এবং প্রগতিশীলতা'' লেখাটি বেশ কিছুদিন সাইটে থাকা সত্বেও আমার পড়ার সুযোগ হয় নাই। কিন্তূ সেদিন কি মনে করে লেখাটিতে হঠাৎ চোখ বুলাতে শুরুকরেই আমার টনক নড়ে উঠল। প্রধান সাহেব আমাদের সকল মুক্তমনা লেখকদেরকে ভীষন কটাক্ষ করে এক হাত নিয়েছেন। ওনার লেখাটি পড়ে মনে হল, তিনি নিজেকে মনে করেন একজন মহান পন্ডিত এবং সকল মুক্তমনা বা মুক্তচিন্তা লেলখকগন একেবারে গাঁধা এবং তারা কিছুই বুঝেনা বা জানেনা। উনার অনেক আবল-তাবল লেখার মধ্যে আমি কয়েকটি ব্যাপারে আলোচনা করব আমার এই লেখাতে।

প্রধান সাহেব লিখেছেন—

' ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইসলামি নাম সর্বস্ব কিছু দালাল এর বিরোধীতা করেছিল। সেই সুযোগের সদ ব্যবহার করে ইসলাম কে হেয় করার হীন উদ্দেশ্যে এই তথাকথিত প্রগতিশীল রা সুকৌশলে ইসলাম ধর্মপালঙ্কারী শশ্রু মন্ডিত মাত্র ই রাজাকার আক্ষায়িত করে গলাবাজি করে যাচ্ছে।''

প্রধান সাহেব একাত্তুরে কোথায় ছিলেন জানতে ইচ্ছে করছে! একাত্তুরে কিছু দাড়ি সর্বস্ব ইসলামি নাম ধারী বাঙ্গালি স্বাধীনতার বিরোধীতা করে নাই; দেশের প্রায় ৯৯% পাক্কা মুসলিমগনই বাঙ্গালিদের স্বাধীনতার কঠোর বিরোধীতা (অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ) করেছিল যাদেরকে আমরা রাজাকার বা আল-বদর বলে গালি দেই। বাংলাদেশের সাধারন খোদাভক্ত মুসলমানগন স্বাধীনতার বিরোধীতা করে নাই; কিন্তূ পাক্কা মুসলিম অর্থাৎ একেবারে খাটি মুসলমানেরা প্রায় সবাই এর বিরোধীতা করে ছিল সেদিন। পাক্কা মুসলমান বলতে আমি যাদের বুঝাচ্ছি তারা হলেন—দেশের সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র (তালেবানগন), মসজিদের ইমামগন, সকল মাওলানা- পীর সাহেব গন, সকল মুসলিম লিগার এবং জামাতি মোল্লাগন সবাই আমাদের স্বাধীনতাকে অঙ্কূরেই অর্থাৎ আঁতুর ঘড়েই গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাই, প্রধান সাহেবের উক্তিটি একেবারেই ঢাহা মিথ্যা। আমি প্রধান সাহেবকে অনুরোধ করব কে ভাল বা খাটি মুসলিম তা'নিয়ে একটু পড়াশুনা করতে। গ্রামের বা শহরের আমজনতা মুসলিমগনকে পাক্কা মুসলিম মোটেই বলা যায় না। তারা হলেন মুসলমানের ঘড়ে জম্ন হয়ে মুসলমান। দিনে পাচবার নামাজ এবং একমাস রোযা রেখেই খাটি বা পাক্কা মুসলমান হওয়া যায় না। আশাকরি প্রধান সাহেব তাহা বুজেন!এইসব মেজরিটি মুসলিম আমজনতা প্রকৃত ইসলাম-তথা কোরান বা হাদিসের কিছুই জানে না বা বুঝে না। কিন্তূ যারা পাক্কা মুসলিম তারা খুব ভাল করেই জানে তাদের কর্তব্য এবং সেজন্যই তারা একাত্তুরে বাঙ্গালির স্বাধীনতার চরম বিরোধীতা করেছিল। কারণ, এইসব পাক্কা মুসলিমদের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার চেয়ে ইসলাম রক্ষা করা অনেক বেশী মহৎ কাজ বলে গন্য ছিল, কারণ তারা ছিল প্রথমে মুসলিম এবং পরে বাঙ্গালী। তাদের কাছে পাকিস্তানের অপর নাম ছিল ইসলাম। তাই তারা ইসলাম রক্ষার্থে পাকিস্তানকে হেফাযত করার জন্য নিজের ভাইদেরকে হত্যা করছিল। বাঙ্গালী মা-বোনদেরকে পাকিস্তানী মোজাহীদদের কাছে পাঠাচ্ছিল গনিমতের মাল হিসেবে! এসবইত ছিল ইসলাম সেবকদের কাজ। কি বলেন প্রধান সাহেব?

প্রধান সাহেব লিখেছেন–

''ধর্ম সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান শুন্যের কোঠায়..... তারা কোন ধৃষ্টতায় ধর্মের সমালোচনা করে?''

আমার জানা মতে কোন ব্যক্তি একটি বিষয়ে না জেনে তার সমালোচনা করতে পারে না। একটি পুস্তূকের সমালোচক বা critic হতে হলে তাকে সেই পুস্তূকটি বেশ ভাল করে কয়েকবার পড়তে হয় এবং জানতে হয়। পুস্তূকটি না পড়ে কেউ তার সমালোচনা কখনো করতে পারে না। এটা একটা অবাস্তব কথা। ধর্ম একটি অতি sensitive বিষয় এবং ইহাতে অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার থাকায় এবং দোজক-বেহেশতের ব্যাপার নিয়ে কেউ না জেনে, না শুনে তা' নিয়ে কৌতক করবে তাহা চিন্তাও করা যায় না। **বিশেষ করে ধর্মের সমালোচনা তারাই করতে পারে যাদের সেই ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান থাকে।** আমার মতে একজন ধর্মের সমালোচক একজন ধর্মের ভক্তের চেয়ে ১০০শতগুন বেশি জ্ঞান থাকতে হয়। ডঃ হুমায়ুন আজাদ বা ডাঃ তসলিমা নাসরিনের কথাই ধরা যাক। এই দুই religious critics এর জ্ঞান বাংলাদেশি সাধারণ মোল্লা-মাওলানা বা তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদগন থকে বহুগুন বেশি এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মোল্লা-মৌলবীগন শুধু ধর্মের পজিটিব দিকটার জ্ঞানই লাভ করে থাকে , অর্থাৎ এসব ইসলামিক চিন্তাবিদদের ধর্ম সম্বন্ধে Limited one-sided knowledgeই থাকে এবং অনেকটা গড্ডালিকার ন্যায় কোন বাচ-বিচার না করেই সবকিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে এবং তারা অযথা প্রশংসা করে থাকে শুধই আল্লাহকে খুশি করার জন্য; অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রসুলকে পিউর তেল মারতে থাকে অন্ধের ন্যায়। ধর্মের বিষয়ে এসব মোল্লারা একেবারে অন্ধের ন্যায় সাধারণ সকল আক্কেল-জ্ঞান (Common sense) বিবর্জিত হয়ে শুধুই আল্লাহর এবং রসুলের প্রসংসা এবং তোষামদিতে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে একজন critic ধর্মসম্বন্ধে আনেক বেশি লেখা-পড়া করে, তার আদি- ইতিহাস ইত্যাদি বিস্তারিত জানার পরই শুধু সমালোচনা বা criticism করতে পারে, তার আগে নয় নিশ্চয়।

আমার নিজের কথাই ধরা যাক। ধর্ম সম্বন্ধে ভাল লেখাপড়া করার পুর্বে আমিও মনে করতাম ইসলাম একটি খুব ভাল ধর্ম । কারণ ছোটবেলা মোল্লাদের দ্বারা মগজ-ধোলাই হয়েছিলত? তাই একমাত্র ইসলামকেই সত্যি ধর্ম মনে করতাম এবং প্রধান সাহেবদের মত দিনে কয়েক বেলা নামাজ পড়তাম । কিন্তূ মুশকিলটা হল কোরান এবং ইসলাম সম্বন্ধে ভাল লেখা-পড়া করে। কোরান এবং ইসলামের ইতিহাস, হাদিস যতই পড়তে লাগলাম ততই ধর্মের প্রতি ইমান একে একে পট পট করে ছিড়তে শুরু করল। কারণ কোরানের এবং হাদিসের আবল-তাবল এবং ভীষন ভাবে অমানবিক কথা-বার্তা পড়ে নির্গাৎ বুঝতে পারলাম যে যেই ইসলাম আজ আমরা দেখছি বা শিখছি সেটা আসল ইসলাম নয়। বাংলা দেশের ইসলাম যাহা আমরা পালন করছি বা আমাদের বাপ-দাদারা পালন করছে তাহা মোটেই প্রকৃত খাটি ইসলাম নয়। বাংলাদেশের ইসলাম আসলে এইসব অন্ধ মোল্লাদের দ্বারা শতশত বৎসরের বিকৃত ফসল মাত্র। আসল বা প্রকৃত ইসলাম হল আরবে এবং আজকের উসামা-বিন লাদেনদের মধ্যে পাওয়া যাবে প্রকৃত ইসলাম, যাহা নিতান্তই একটি মানব রচিত অমানবিক নিষ্ঠূর ধর্ম মাত্র।

কাজেই প্রধান সাহেবের কথা মোটেও সত্যি নয়। শুন্যের কোঠায় যাদের ধর্মজ্ঞান তারা কখনো ধর্মের সমালোচনা করতে পারে না। বরংচ যারা ধর্মের সমালোচনা করে থাকে তাদের জ্ঞান সাধারণ মোল্লা-মৌলবী, মাওলানা এবং সকল ইসলামী চিন্তাবিদ্গানের থেকে বহুগুন বেশী এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রধান সাহেব বলেছেন–

''যারা ইসলাম/ধর্ম নিয়ে অযৌক্তিক, মন গড়া দার করা অহেতুক সমালোচনা করেন, তাদের

বলছি। ধর্মের পবিত্র মন্ত্র পড়ে আপনাদের বাবা মার বিয়ের পর যখন আপনার জন্ম হয়, তখনি শুধু আপনার জন্ম সামাজিক স্বকৃতি লাভ করে। ধর্মীয় প্রথাকে পাশ কাটিয়ে নারী-পুরুষের মলনে যে সন্তান জন্ম নেয়, তাকে সমাজ জারজ হিসাবে ডাকে। তায় বলছি, ধর্মকে গাল দিয়ে নিজের জন্মকে কলংকিত করবেন না।''

হাঁ, জনাব মুশফিক সাহেব বেশ কৌশল করে আমাদের সকল মুক্ত-মনাদেরকে জারজ বানিয়ে ছেড়েছেন! জনাব প্রধানকে আমার জিজ্ঞাসা—বিবাহ নামক সমাজ ব্যবস্থাটি এ দুনিয়াতে ঠিক কবে শুরু হয়েছে বলবেন কি? বিবাহ ব্যবস্থা কি ঠিক ইসলামের আগমনের পরেই শুরু হয়েছে? তার আগে কি মানুষ কোন বিবাহ করত না? প্রধান সাহেব যদি এটাই মনে করে থাকেন তা' হলে আমাকে বলতেই হয়—**যে মুসলমানের নবী মোহাম্মদ অবশ্যিই একজন জারজ, তার বাবা, দাদারা সবাই জারজ ছিলেন। মোহাম্মদের সঙ্গী আবুবকর, আলী, ওসমান, ওমর গং সবাই বলতে গেলে জারজ ছিলেন! আদম থেকে সবাই জারজ ছিলেন, মুসা নবী, ইসা নবী এরা সবাই একেবারে জারজ ছিলেন। কারণ,তাদের বাপ-মা কখনো ইসলামি ভাবে বিয়ে করে নাই। কি বলেন প্রদান সাহেব?**

জারজ সন্তান উৎপাদন করার ব্যবস্থা কিন্তূ ইসলামেও আছে। পবিত্র কোরানে পরম দয়ালু আল্লাহ মুমিন মুসলমানদেরকে চাকরানীদের সঙ্গে যৌন-সম্ভোগ (Bonus gift) করা হালাল করেছেন। **পবিত্র কোরানে কয়েক ডজন আয়াত এবং বহু সহি হাদিস পাওয়া যাবে যেখানে আল্লহ তায়ালা চাকরানীদের সঙ্গে সেক্স করতে অনুমতি দিয়েছেন।** আমাদের পেয়ারা নবী মোহাম্মদ (দঃ) এবং তার সকল মুমিন সঙ্গীগন কয়েক গোন্ডা বৌ এর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য চাকরানীদেকেও গনিমতের মাল হিসাবে বিছানায় উপভোগ করেছেন। ইহাতে অবশ্যই অসংখ্য জারজ সন্তান জন্ম নিয়েছিল আরবের পবিত্র ভুমিতে। কি বলেন প্রধান সাহেব? সদালাপী মুমিন ভাইরা কি বলেন?

যা' হউক, ইতিহাস বলছে, মানব-মানবীর বিবাহ প্রথা কম করে হলেও ১০, ২০ বা ৫০ হাজার বৎসরের পুরাতন একটি সমাজ ব্যবস্থা। বিবাহ কথাটির আসল মানেটাই বা কি? ইংলিশ ডিক্সেনারীর মতে বিবাহ মানে- **The legal union of a man and woman as husband and wife--The American Heritage Dictionary.** এখন উপরের বিবাহের definition টিতে ধর্মের কোন কথা কিন্তূ আমরা মোটেই খুজে পাচ্ছিনা। আমাদের বিবাহতে যে কাবিন (Marriage Registration) হয়ে থাকে তাহা কিন্তূ একটি সুষ্ঠু সমাজ স্বীকৃতি বা সরকারীভাবে একটি সর্বস্বীকৃত চুক্তিপত্র মাত্র। ইাহাতে কোথাও ধর্মের কিছুই নেই। প্রধান সাহেব যদি বিবাহিত হন ত'হলে আমি অনুরোধ করছি তিনি যেন তার কাবিন-নামাটি পড়ে দেখেন সেখানে ধর্মের কি দেখতে পাচ্ছেন! এটি একটি সমাজ ব্যবস্থা যাতে চীরদিন একই সঙ্গে থাকার জন্য স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কিছু Mutual terms and condition বর্ণিত থাকে মাত্র। কাবিন-নামা অথবা বিবাহের অনুষ্টানাদিতে যেসব কথা-বার্তা বলা হয় সেগুলো ধর্মের কিছুই না। ''কবুল'' মানে ''হাঁ'' বলা এবং একটি কথা আরবীতে বললেই তাহা ধর্মের বুলি হয়ে যায় না। এই হাঁ শব্দটি ইংরেজীতে বললেও ব্যাপার একই হবে।

মুসলিমদের বিবাহে একটি আরব প্যাগানদের অদ্ভূত নিয়ম ইসলামের নামে কায়েম করা হয়েছে যাকে মোল্লারা আদর করে নাম দিয়েছে '**মোহরানা**'। এই মোহরানা আবার সমাজের উচূ-নিচু স্টেটাস, ইকোনমিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এই মোহরানা ১০ টাকা থেকে ১০ বা ২০ লক্ষ টকাও হতে পারে। আমার কাছে এই মোহরানা নামক ব্যবস্থাটি পতিতালয়ে যেয়ে পতিতার আকর্ষনীয় রূপ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম 'ফি' দেওয়ার মত মনে হয়। এযেন একটি মেয়ের সঙ্গে যৌন কাজের জন্য ফি দেওয়া। পবিত্র হাদিসেও কিন্তূ ঠিক এ কথাই বলা আছে। আমার মতে এই মোহরানা নামক ফি দেওয়ার রেওয়াজটি মেয়েদের জন্য একটি অপমান জনক ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। কারণ এই ফি ৯৫% ক্ষেত্রে মেয়েরা কখনো পায় না।

বিবাহের অনুষ্টান একজন মোল্লা বা ঠাকুর দ্বারা পরিচালিত হয় বলেই এটাকে ধর্মীয় অনুষ্টান ভাবা মোটেই ঠিক নয়। এ পৃথিবীতে ধর্ম যখন মোটেই ছিলনা তখনও এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি সমাজের চুক্তি বা Mutual Contract নির্ধারণ করেই বিবাহ কাজ সমাধা হত। এব্যবস্থা মানুষই আবিস্কার করেছে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বা সাধারণ বিবেক খাটিয়ে। আমি পুর্বেও বলেছি যে এই বিবাহতে ধর্মের কোন কথা নেই। সবই সমাজের বা মানুষের জীবন-ধারণের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করা থাকে বিভিন্ন গোত্র বা সমাজের রীতি বা প্রথা অনুযায়ী। তবে মুসলমান দের বিবাহের শেষে মোল্লার নেত্রিত্বে হাত তুলে মোনাজাত করা হয় পাত্র-পাত্রির জন্য কিছু দোয়া করার জন্য। তাতেই হয়তো প্রধান সাহেব ধর্মের গন্ধ পেয়েছেন। এখন মোনাজাত করলেই যদি ধর্মীয় কাজ হয়ে যায়, তা'হলে বাংলাদেশে বা অন্যান্য মুসলিম দেশে একটি নতুন দালান, রাস্তা বা ব্রিজ উদ্বোধন করার সময়ও মোল্লা দিয়ে মোনাজাত করা হয়। তাতে কি সেই ব্রিজটি ইসলামিক বা ধার্মিক হয়ে যায়? পশ্চিমা দেশ বা আমেরিকাতে তারা নতুন ব্রিজ বা দালান উদ্বোধন করার সময় সেম্পেনের বোতল খুলে মদ পান করে এবং তাতেও কিন্তূ ব্রিজের উদ্বোধন একটু ও খারাপ হয় না, কি বলেন পাঠক গন? **আসলে সত্যি কথা হলো—মুসলিম দেশে মোল্লা দিয়ে মোনাজাত করে একটি ব্রিজ উদ্বোধন করার পর সেই ব্রিজটি কয়েক বৎসর পরেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আর পশ্চিমা দেশের কাফের গন সেম্পেনের বোতল মেরে যখন একটি ব্রিজ উদ্বোধন করে তখন সেই ব্রিজটি ২০০ শত বৎসরেও কিছু হয় না। আল্লাহর কি কুদরত তাই না প্রধান সাহেব?**

জনাব মুশফিকভ সাহেব আপনি ভয় পাবেন না। ইসলাম ধর্ম অথবা কোন ধর্ম না থাকলেও এই পৃথিবীতে মানুষ বিবাহ নামক সমাজ ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখবে। এমনকি এখনোও গার্জেনদের অনুমতি না পেলে যুবক-যুবুতীরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে যেয়ে অনায়েসে তাদের বিবাহ চুক্তিটি সমাধা করতে পারে। তাতে কিন্তূ মোল্লার বা আরবী শব্দের কোন প্রয়োজন হয় না।

পরিশেষে এই কথাই বলব যে ধর্মের সমালোচনা করলেই একটি ধর্ম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। সমালোচনা শুধু অন্ধ বিশ্বাসীদেরকে একটু আলোতে নিয়ে আসা যায় এবং আস্তে আস্তে তাদের ধর্মান্ধতা কিছুটা কমে যায় এবং আলোর মুখ দেখতে পায়। যেমনটি পশ্চিমা দেশে হয়েছে। খৃষ্টান, হিন্দূ, ইহুদি ইত্যাদি ধর্মগুলিতেও অনেক Venom ছিল; কিন্তূ ঔসব ধর্মের শিক্ষিত মানুষেরা তাদের ধর্মের বিষ-দাত ভেঙ্গে দিয়েছে কয়েক শতাব্দী পুর্বেই। তাইত তারা আজ অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছে।

কিন্তূ, মুসলিমদের মধ্যে তা'হবার নয় মোটেই। ইসলামে এখনও অনেক বেশী Venom রয়েছে; অর্থাৎ ইসলামের গোখরা (Cobra) শাপটির বিষ-দাত এখন অনেক পোক্ত রয়েছে। কারণ মোল্লাদের অর্থাৎ মোল্লা-তন্ত্রের হেফাযত করার জন্য প্রধান সাহেবের মত শিক্ষিত মুসলিমের কোন অভাব নেই। এইসব so called শিক্ষিত মুসলিমরা বলতে গেলে প্রগতিশীল মুসলিমদের বিরোধ্যে জিহাদ ঘোষনা করেছেন। আসলে এইসব শিক্ষিত মুসলিমগন, না জানে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু, না জানে প্রগতি সম্বন্ধে। তারা বলতে গেলে ইসলাম সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ । মোল্লারা তাদেরকে ছোটবেলা যে মগজ-ধোলাইটি করেছিল তাতেই তারা একেবারে ইসলামের নামে পাগল বা বুদ হয়ে আছে। বাংলাদেশে একটি প্রবাদ আছে—'*'ধরতে বলি তাকে, কিন্তূ ধরে বসে আমাকে"* অবস্থাটি হয়েছে সেরূপ আর কি! তারা সদা ব্যস্ত প্রগতিশীলদের হাত থেকে মোল্লা-তন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। আর তাইত আমদের প্রধান সাহেবরা এবং সদালাপি মুমিন মুসলিম ভাইগন যতসামান্য যেসব প্রগতিশীল লেখক আছে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য উঠেপরে লেগেছেন ইসলামের সেবা করার নিমিত্ত্ব। মোল্লাদেরকে তেমন কিছু করতে হবে না। মোল্লাদের জন্য এসব অজ্ঞ মুসলিমগন জীবন দিতে প্রস্তূত আছে। আর তাইত অর্দশিক্ষিত-কুশিক্ষিত মোল্লাগন প্রধান সাহেবদের সাপোর্ট দেখে ধেই ধেই করে নাচে এবং বলতে থাকে—দেখ শুধু

আমরাই সত্যি ধর্ম ইসলাম রক্ষার্তে জীবন উৎসর্গ করছি না। শিক্ষিত মুসলিম এবং চিন্তা-বিদ্গানও ইসলামের নামে একেবারে উম্মাদ!!! ইসলাম জিন্দাবাদ!!!